221247 - ফযিলতপূর্ণ রমযান মাসে পড়ার জন্য বিশেষ কোন যিকির বর্ণিত হয়নি

প্রশ্ন

আমি খেয়াল করলাম আমাদের এলাকার ইমাম প্রত্যেকে নামাযের শেষে: ‘আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’, ‘আসতাগফিরুল্লাহ্’, ‘নাসআলুকাল জান্নাহ’, ‘নাউযুবিকা মিনান্ নার’ তিনবার করে পড়েন। এটি কী সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি? আমরাও কি এভাবে পড়তে পারি? এছাড়াও আর কি কি দোয়া আছে? আমি সেগুলো জানতে চাই; যেন এখন থেকে আমি সেগুলো পড়তে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ্ তে রমযান সংক্রান্ত বিশেষ কোন যিকির-দোয়া উদ্ধৃত হয়নি। শুধু শেষ দশকে লাইলাতুল ক্বদর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার কি অভিমত, যদি আমি জানতে পারি কোন রাতটি লাইলাতুল ক্বদরের রাত তখন আমি কি (দোয়া) বলব? তিনি বললেন: তুমি বলবে, ‘আল্লাহুম্মা! ইন্নাকা আফুউন, তুহিব্বুল আফওয়া ফা’ফু আন্নি’ (অর্থ, হে আল্লাহ্! আপনি ক্ষমাশীল। ক্ষমা করাটা পছন্দ করেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন।)[হাদিসটি ইমাম তিরমিযি (৩৫১৩) বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেন: হাদিসটি সহিহ ও হাসান]

আরও জানতে দেখুন: 36832

এছাড়া শুধু রমযান মাস কেন্দ্রিক নির্দিষ্ট সংখ্যাবিশিষ্ট, নির্দিষ্ট সওয়াববিশিষ্ট বিশেষ কোন যিকির উদ্ধৃত হয়নি। বরং মুসলমানের জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা, যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিকির ও দোয়ার মাঝে সমন্বয় করতেন; যাতে করে এ মাসটির দিবারাতকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাতে পারেন। বিশেষতঃ দোয়া কবুল হওয়ার সময়গুলোকে যেমন- শেষ রাত, জুমার দিন আসরের নামাযের পর ইত্যাদি। এ সময় আল্লাহ্‌র কাছে একনিষ্ঠ হয়ে জান্নাত চাইবে এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

ইমাম শাতেবি (রহঃ) বলেন:

অতএব, বিদাত হচ্ছে- দ্বীনি বিষয়ে এমন একটি নব উদ্ভাবিত পন্থা যেটা শরয়ি পন্থার সাথে সাদৃশ্য রাখে, এ পথে চলার

উদ্দশ্যে হচ্ছে আল্লাহ্র বন্দগীর ক্ষত্রে অতরিঞ্জন...। এর মধ্যে রয়ছে- নর্দিষ্টি কছিু ধরণ ও পদ্ধতি মনে চলা। যমেন, সম্মলিতিভাবে একই সুরে যকিরি করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জন্মদবিসকে ঈদ হসিবে গ্রহণ করা এবং এ ধরণরে অন্য আরও যা কছিু রয়ছে। এছাড়াও বশিষে কছিু সময়ে বশিষে কছিু ইবাদত পালন করা; যে ইবাদতগুলোর জন্য এ সময় নর্ধিারণ শরয়ি দলিলি-প্রমাণে পাওয়া যায়নি।[আল-ইতসিাম (১/৩৭-৩৯) থকে সমাপ্ত]

এ প্রসঙ্গে একটি বষিয়ে আমরা সাবধান করতে চাই। সটো হচ্ছে, অনকে ব্লগ ও সামাজকি যোগাযোগ মাধ্যমরে পইেজে রমযানরে প্রতদিনিরে জন্য বশিষে দোয়া ও যকিরি প্রচার করা হয়। এগুলো মানুষরে আবষ্কিৃত। কউে হয়তো নজিস্ব পছন্দ হসিবে এগুলো প্রচার করছেলিনে। কন্তিু, অনকে মানুষ এগুলোকে এ মোবারক মাস উপলক্ষে শরয়িত প্রদত্ত ইবাদত বলে ধারণা করছে।

প্রকৃতপক্ষে এগুলো সুন্নাহ্ সাপক্ষে নয়। ইবাদতরে ক্ষত্রে নবীর আদর্শ নয়।

তাই একজন মুসলমানরে কর্তব্য হচ্ছে- সকাল-সন্ধ্যার দোয়াসমূহ, নামায শষোন্তরে দোয়াসমূহ, বভিন্নি শরয়ি উপলক্ষগুলো কন্দ্রেকি দোয়াসমূহ পড়তে সচষ্টে থাকা। কুরআন তলোওয়াত, অধ্যয়ন ও অর্থ হৃদয়াঙ্গম করতে নবিষ্টি হওয়া। যে ব্যক্তি প্রতদিান খুঁজে বড়োয় ও সওয়াব পতেে চায় সটো পাওয়ার জন্য এ দোয়াগুলো যথষ্টে।

আল্লাহ্ই ভাল জাননে।